স্টান স্বামী : আরও একটি রাষ্ট্রীয় হত্যার শিকার

রাষ্ট্রীয় হিংসা প্রচলিত আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেই কাজ করে যায়। রাষ্ট্র যাকে 'প্রতিবাদী'রাষ্ট্রের কায়েমি স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হিসেবে বিবেচনা করবে তাকে প্রচলিত ভয়াবহ আইন-কানুনের নিগড়ে আবদ্ধ করবে। নানাবিধ 'রাষ্ট্র' এবং সরকার বিরোধী মামলায় জড়িয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করে এবং বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়ায় জেলের অভ্যন্তরেই তাঁদের অনেককেই হত্যা করার অনুশীলন চিরকালই করে আসছে। বিগত শতকের সত্তরের দশকে সারা দেশ জুড়ে এই প্রক্রিয়ার ন্যাক্কারজনক অনুশীলন আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তখন জেলের বাইরে এবং ভেতরে আকছার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হত এবং সেই হত্যাকে সরকারের তরফে বিভিন্ন কষ্টকল্পিত যুক্তিতে ন্যায্যতা দান করা হত। এখনও সেই সরকারি অনুশীলন পুরোমাত্রায় কার্যকরী রয়ে গিয়েছে। জেলের ভেতরে সরাসরি গুলি চালিয়ে কিম্বা পিটিয়ে হত্যাকাণ্ডের পরিমাণ হয়ত এখন কিছুটা কম, তবে জেলের বাইরে তথাকথিত 'এনকাউন্টারে' হত্যা এবং জেলের ভেতরে বন্দিকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করে জেল হেফাজতেই মধ্যে হত্যার অপপ্রয়াস তো অবাধেই অনুশীলিত হয়ে চলেছে। অশীতিপর কবি ভারভারা রাওকে তো এই পরিকল্পনায় জেল হেপাজতেই খুন করার অভিপ্রায় সরকারের ছিলই। সেই লক্ষ্যেই সরকার এগিয়েছিল। কিন্তু তাঁর জামিন সরকারের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছিল। সরকার তাদের সেই ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতেই কী জেল হেফাজতেই খুন করল আদিবাসী জনজাতির অধিকার আন্দোলনের সংগঠক চুরাশি বছর বয়সি ফাদার স্টান স্বামীকে?

অপারেশন গ্রিন হান্ট-এর নামে যখন ঝাড়খণ্ডে ভারত সরকারের প্যারামিলিটারি বাহিনী অনপরাধ আদিবাসীদের গ্রেপ্তার করতে থাকে, তখন সরকারের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন স্টান স্বামী। এইসব অনপরাধ আদিবাসীদের মুক্তির লক্ষ্যে তিনি আইনি ব্যবস্থার সদব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি আদিবাসী

জনজাতির উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনাও করেছিলেন। স্বভাবতই তিনি সচেতন কিংবা অসচেতনভাবেই বিজেপি সরকারের রোষবহ্নিময় আক্রমণকেই আবাহন করে ফেলেছিলেন। আর এর অনিবার্য পরিণতি যা হওয়ার তা আমাদের এই ফ্যাসিস্ত শাসনাধীনে দেশে তাইই হয়েছে।

ফাদার স্টান স্বামীর প্রকৃত নাম স্টানিজলস লোর্ডুস্বামী। ভারতের রোমান ক্যাথলিক পাদরি এই স্টান স্বামীর জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল মাদ্রাজের তিরুচিরাপল্লিতে। গত শতকের চল্লিশের দশকে পড়াশোনার কারণেই ফিলিপাইনস-এ থাকার সময় তিনি সেখানকার প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর পড়াশোনার সূত্রেই তিনি ব্রাজিলে ক্যাথলিক আর্চবিশপ হেলডার কামারা-র সংস্পর্শে আসেন। গরিব মানুষজনের মধ্যে থেকে তাদের জন্যে তাঁর সেবামূলক কাজে তিনি প্রাণিত হন। দেশে ফিরে তিনি ব্যাঙ্গালোরে জেশুইট পরিচালিত ইন্ডিয়ান সোশ্যাল ইনস্টিট্যুটে ডাইরেকটর-এর পদে থেকে কাজ করেন প্রায় এগারো বছর (১৯৭৫ থেকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি আদিবাসী জনজাতির অধিকার আন্দোলনের কর্মী এবং সংগঠক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। ঝাড়খণ্ডের বাগাইচার গির্জা এলাকায় তাঁর কর্মস্থলে কোনরকম ঐশ্বরিক বাণী শোভিত থাকতো না। পার্বত্য জনজাতির লড়াই সংগ্রামের দলিল দস্তাবেজই সেখানে শোভা পেত। তাঁর নেতৃত্বে আদিবাসী জনজাতির অধিকার আন্দোলনকে রাষ্ট্র সুনজরে দেখেনি। এই আন্দোলনের মধ্যে অবশ্য রাষ্ট্র 'আরবান নকশাল' এবং মাওবাদীদের সংশ্রবের সূত্র আবিষ্কার করেছিল।

গত বছর ৮ অক্টোবর তাঁকে তাঁর বাগাইচার সোশ্যাল অ্যাকশান সেন্টার থেকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ। গ্রেপ্তারের পরই তাঁর বিরুদ্ধে কুখ্যাত ইউএপিএ আইন প্রয়োগ করা হয়। স্টান স্বামী এবং আইনজীবী সুধা ভরদ্বাজ ছিলেন 'পারসিক্যুটেড প্রিজনার্স সলিডারিটি কমিটি'র প্রতিষ্ঠাতা। মাওবাদী তকমাভূষিত করে কারারুদ্ধ করে রাখা তিন হাজার নারী-পুরুষের মুক্তির দাবিতেই তাঁরা এই সংগঠন স্থাপন করেছিলেন। পুলিশের তরফে প্রচার করা হত এই সংগঠনের মাধ্যমে স্টান স্বামী এবং সুধা ভরদ্বাজ নাকি মাওবাদীদের জন্যে তহবিল সংগ্রহ করে থাকেন। এভাবে তাঁকে মাওবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন জেস্যুইটরা। এর কিছুকাল আগে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসেও তাঁকে এই একই অভিযোগে রাঁচি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখনও সারাদেশ জুড়ে তাঁর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।

স্টান স্বামী তাঁর বয়সজনিত বিভিন্ন রোগের সঙ্গে সঙ্গে পার্কিনসনস-এও ভুগছিলেন। তিনি হাত দিয়ে গেলাস ধরতে পারতেন না। তিনি তাঁর এই সমস্যার কথা জানিয়ে এর একটা সুরাহার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন জেল কর্তৃপক্ষের কাছে। এটা নিয়েও অনেক জল ঘোলা হয়েছিল। দীর্ঘ পঞ্চাশদিন পর তাঁকে জল খাওয়ার জন্যে সরু নলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাও আদালতের নির্দেশে। রাষ্ট্রের শত্রুর সঙ্গে রাষ্ট্র কীভাবে সহজে সহযোগিতা করতে পারে?

গ্রেপ্তার হওয়ার পনেরো দিন পর অসুস্থতার কারণে তাঁর জামিনের আবেদন এনআইএ-র বিশেষ আদালত ২৩ অক্টোবর খারিজ করে দেয়। দ্বিতীয়বার তিনি আবার তাঁর বয়স এবং অসুস্থতার, বিশেষ করে পার্কিনসন রোগের কারণে জামিনের আবেদন করেন ২০ নভেম্বর। আদালত তাঁর এই আবেদনের শুনানি পিছিয়ে ধার্য করেন ৪ ডিসেম্বর। তারপর গত ২২ মার্চ এনআইএ-র বিশেষ আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। গত ২৮ মে মুম্বাই হাইকোর্টের নির্দেশে মহারাষ্ট্র সরকার তাঁকে বান্দ্রার হোলি ফ্যামিলি হসপিটালে ভর্তি করে। এর এক সপ্তাহ আগে ২১ তারিখে যখন ভিডিও কনফারেনসের মাধ্যমে তাঁকে কোর্টে হাজির করা হয়, তখন তিনি হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে জামিন পেয়ে রাঁচিতে তাঁর প্রিয় আদিবাসী জনতার মধ্যে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কেননা তিনি বুঝতেই পারছিলেন যে তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি হয়ে চলেছে। এই সময়ই ধরা পড়ে তিনি করোনাক্রান্ত হয়েছেন 'হোলি ফ্যামিলি হসপিটালে ভর্তি থাকাকালীন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় ৪ জুলাই তাঁকে ভেনটিলেশনে রাখা হয়। আর এখানেই পরেরদিন অর্থাৎ ৫ জুলাই তিনি রাষ্ট্রীয় লালসার নির্মমতম শিকার হন। তাঁর জামিনের জন্যে পুনর্শুনানির জন্যে তাঁকে আর অপেক্ষা করতে হয়নি।

তাঁর গ্রেপ্তারির আগেরদিন তিনি বলেছিলেন :

আমার সঙ্গে যা ঘটছে তা কেবলমাত্র যে শুধু আমার ক্ষেত্রেই তা নয়, এটা সারা দেশজুড়েই ঘটে চলেছে। ভারতের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার অপরাধে কত কত কবি, ছাত্র, সমাজকর্মী এবং নেতাদের কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আসলে আমরা এই ব্যবস্থার শিকার হয়ে পড়েছি। তবে এইভাবে এই ব্যবস্থার শিকার হয়ে পড়ার জন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই। আমি কোনও নীরব দর্শক নই বরং চলতি খেলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ। ফলে এর জন্যে যে কোনও মূল্য চুকাতে আমি পিছপা হব না।

স্বভাবতই তিনি এক ব্রতবদ্ধ অনমনীয় এবং আপসহীন মানসিকতার জায়গা থেকেই এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার শিকার হয়ে তার মূল্য চুকিয়েছেন। এলগার পরিষদ-কোরেগাঁও মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিরাশি বছরের স্টান স্বামী এনআইএ-র চোখে তথা রাষ্ট্রের চোখে মাওবাদী তকমা পেয়ে রাষ্ট্রের কাছে নিকেশযোগ্য শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী উপজাতিদের কল্যাণকামিতায় দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে কাজ করেছেন তিনি। ভিমা-কোরেগাঁও ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুরা এক বিবৃতিতে স্টান স্বামীর এই মৃত্যুকে অস্বাভাবিক এবং 'ইনস্টিট্যুশানাল মার্ডার' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।

হোলি ফ্যামিলি হসপিটালের মেডিক্যাল ডাইরেক্টর ডক্টর আয়ান ডিস্যুজা জানিয়েছেন যে আদিবাসী জনবর্গের অধিকার আন্দোলনের কর্মী স্টান স্বামী ফুসফুসের প্রদাহজনিত রোগে ভুগছিলেন। ভুগছিলেন কোভিদ-উত্তর ন্যুমোনিয়ায়। তাঁর পার্কিনসনের অসুখও ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি হৃদযন্ত্রের বিকলনে আক্রান্ত হন ৪ জুলাই রাত ৪:৩০ মিনিটে এবং পরের দিন অর্থাৎ ৫ জুলাই দুপুর ১:২৪ মিনিটে মুম্বাইয়ের তালোজা জেলের বন্দি

হিসেবেই হোলি ফ্যামিলি হসপিটালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

স্টান স্বামীর এই রাষ্ট্রীয় হত্যা স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই নকশাল আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা চারু মজুমদারের হত্যাকাণ্ডকে। সেই সময় ফ্যাসিস্ত ইন্দিরা গান্ধির সুযোগ্য অনুসারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পুলিশ কলকাতার লালবাজার লকআপে অসুস্থ বন্দি চারু মজুমদারকেও একটু একটু করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হসপিটালে আর সেইখানেই তিনি রাষ্ট্রীয় হত্যার শিকার হন। তাঁর এই রাষ্ট্রীয় হত্যার প্রায় পঞ্চাশ বছরের মাথায় সেই জুলাই মাসের ৫ তারিখে আরও এক রাষ্ট্রীয় হত্যার শিকার হন পার্বত্য উপজাতি জনবর্গের অকৃত্রিম বন্ধু এবং তাঁদের অধিকার আন্দোলনের সংগঠক স্টান স্বামী।

যে বিচার ব্যবস্থার চোখেও স্টান স্বামী ছিলেন দেশের 'নিষিদ্ধ' মাওবাদীদের সমর্থক, সেই স্টান স্বামীর হেফাজত-হত্যার পর অনতিবিলম্বে সরকার থেকে বিচার ব্যবস্থা এবং প্রচার মাধ্যমে তাঁর এই মৃত্যুর জন্যে শোক প্রকাশের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। তাঁর মহত্ত্বতার প্রশংসার কমবেশি সবাই অকৃপণ হয়ে উঠেছিলেন। অথচ তাঁকে নিছক সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করে ইউএপিএ আইনের নিগড়াবদ্ধ করে জেলের ভেতর তাঁর সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার করা হয়েছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে। তাঁর বহুবিধ অসুখের কথা জানা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে বিন্দুমাত্র মানবিক আচরণের নিদর্শন রাখা হয়নি। তাঁর জামিনের আর্জি বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে উত্থিত তাঁর মুক্তির আবেদনও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অথচ জেল হেফাজতে তাঁর মৃত্যু ঘটাবার পর তাঁর জন্যে এইসব শোক প্রকাশের ভাষা মিছিল কেমন যেন ভড়ংবাজির ন্যক্কারজনক নিদর্শন বলেই মনে হয়।

গত নববর্ষের প্রাক্কালে ঝাড়খণ্ডের গির্জা থেকে গণমানুষের অধিকার আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ানো এই অশীতিপর পাদ্রি জেলখানা থেকেই এই কবিতাটি লিখে নববর্ষের অভিবাদন জানিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় মানুষজনকে। 'নববর্ষের অভিবাদন : কারাগার থেকে' শিরোনামায় লেখা কবিতাটির বাংলা ভাষান্তর এখানে উদ্ধৃত করছি।

নববর্ষের অভিবাদন : কারাগার থেকে
এই বন্দিশালার গেটের ভেতরে
আমাদের সবকিছুই নিয়ে নেওয়া হয়
শুধুমাত্র পরনের একটাই আচ্ছাদন
গায়ে লেপ্টে থাকে

আগে তুমি এসেছো
তারপর আমি
এখন আমরা সবাই একই বাতাসে
নিঃশ্বাস নিই
এখানে আমার বলে কিচ্ছু নেই

এখানে তোমার বলে কিচ্ছু নেই
আবার সবকিছুই আমাদের

কোনও উচ্ছিষ্ট আমরা ফেলে দিইনা
পাখিরা সেগুলো খুঁটে খুঁটে খায়
তারপর তারা বাতাসে পাখা মেলে উড়তে থাকে
তাদের চলনে উপছে পড়ে সুখের অনুভূতি
আর এটাই তো সমাজতন্ত্র যা বলে থাকে
দেখো, মানুষ তো এটাই প্রত্যাশা করে

সবাই যদি এই দেওয়া-নেওয়াকে মেনে নেয়
স্বেচ্ছায়, খুশিমনে—তবেই তো সবাই
মাটি-মায়ের সন্তান হয়ে উঠবে।

এই মুহূর্তে ফাদার স্টান স্বামী আর শরীরীভাবে প্রতিবাদী অধিকার আন্দোলনের মধ্যে নেই। তাঁর সহবন্দিদের মধ্যে অনেকে আজও কারান্তরালে মুক্তির দিন গুনছেন। তিনি তাঁর ষোলজন সহবন্দির কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে তাঁরা আলাদা আলাদা জেলে থাকায় তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ নেই ঠিকই তবে তাঁরা তো সর্বতোভাবেই প্রতিবাদে গলা মেলান, গান গেয়ে থাকেন। আজ এবং আগামীদিনের সমস্ত অধিকার আন্দোলনের উষ্ণ উত্তাপে প্রতিনিয়ত অনুভূত হবে ফাদার স্টান স্বামীর সরব উপস্থিতি।

অশোক চট্টোপাধ্যায় *